বর্তমান সরকারের বিগত তিন বছরের অর্জন সম্পর্কিত প্রতিবেদন

সংস্থাঃ খাদ্য অধিদপ্তর

অর্জিত সাফল্য

১। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে প্রতিশ্রুতি এই সরকার ঘোষণা করেছে তার আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর আলোকে বর্তমানে নিম্নোক্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছেঃ

ক। বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরে এডিবির সহায়তায় একটি পরীক্ষামুলক Software প্রণয়ন করা হয়েছে। এই Softwareটি Virtual Private Network (VPN) এর মাধ্যমে টাংগাইল জেলার সকল সংস্থাপনা, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম পোর্ট (সিএমএস), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম সাইলো এবং খাদ্য অধিদপ্তর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ Softwareএর মাধ্যমে খাদ্যশস্যের মজুদ পরিস্থিতি, খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, চলাচল ও বাজার দর সংক্রান্ত তথ্যাদির আদান-প্রদান করা যাবে। ফলে খাদ্য পরিস্থিতি ও সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার তথ্য আদান-প্রদান সহজতর হবে।

খ। এ ছাড়াও খাদ্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় আনার জন্য ইতিমধ্যে একটি পাইলট প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায়, সারাদেশে অবস্থিত খাদ্য অধিদপ্তরের স্থাপনাসমুহ এবং খাদ্য বিভাগের কার্যক্রম ডিজিটাইজ করার লক্ষে "এক্সপানসন অব পাবলিক ফুড ডিষ্ট্রিবিউশন সিষ্টেম" নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২) উন্নয়ন কর্মকান্ডঃ

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাগ্রহণের পর গত ৩-বছরে খাদ্য অধিদপ্তর তথা খাদ্য বিভাগ দেশের খাদ্য শস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ এর ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করে। খাদ্য শস্য সরক্ষণের জন্য বিগত দিনের অপর্যাপ্ত ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে প্রায় ৭.৫০ লক্ষ রম. টন ধারণ ক্ষমতার খাদ্য গুদাম নির্মাণ করার জন্য একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করে। পাশাপাশি একটি প্রকল্পের দ্বারা ৯৪০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতার জরাজীর্ন খাদ্য গুদাম ও সহায়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন করে ইতিমধ্যে খাদ্য শস্য সংরক্ষণ উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে।

ক। দেশে খাদ্য শস্য উৎপাদনের জন্য কৃষি জমি কমে আসছে। এ কারণে, জমি অধিগ্রহণ না করে বিদ্যমান খাদ্য গুদাম কেন্দ্রসমুহের মধ্যে অবস্থিত জমিতে খাদ্য নির্মাণ করার জন্য ৪টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পসমুহের মধ্যে দেশের উত্তরাঞ্চলে ১.১০ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতার ১৪০টি নতুন খাদ্য গুদাম ইতিমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে দেশে বিদ্যমান খাদ্য গুদামসমুহের ধারণ ক্ষমতা বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বের ১৫.৫০ লক্ষ মে. টন হতে ১৬.৬০ লক্ষ মে. টন উন্নীত হয়েছে।

খ। সমগ্র দেশে ১.৩৫ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতার ১৭০টি নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণের জন্য একটি এবং হালিশহর, চট্টগ্রাম ০.৮৪ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতার ৯১টি নতুন খাদ্য নির্মাণের জন্য অপর একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ সব প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এবং সার্বিক অগ্রগতি ২৫%।

গ। সারাদেশে বিদ্যমান খাদ্য গুদাম কেন্দ্রসমুহে ১.০৫ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতার ১৫৮টি নতুন খাদ্য নির্মাণ করার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে একনেক অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

ঘ। দেশে বিদ্যমান খাদ্য গুদাম কেন্দ্রসমুহে নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণের পাশাপাশি মংলা বন্দরে ০.৫০ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতার একটি সাইলো নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ শেষ হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম বর্তমানে চলছে।

ঙ। এ ছাড়াও ২০১৫ সালের মধ্যে দেশে খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা ২০-২১ লক্ষ মে. টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে জাপান সরকারের সহায়তায় সান্তাহার, বগুড়াতে ২৫০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতার মাল্টি ষ্টোরিড ওয়ারহাউস নির্মাণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে আগত খাদ্য শস্য খালাস ও সংরক্ষণ কাজ দ্রুততার সাথে করার জন্য ১.০০ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতার একটি সাইলো নির্মাণ করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা শহরে খাদ্য শস্য বিশেষ করে আটা-ময়দার পর্যাপ্ত সরবরাহের জন্য পোস্তগোলায় একটি আধুনিক ময়দা মিল স্থাপন করার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় খাদ্য বিভাগের অধিনে সারাদেশে খাদ্য গুদামের প্রয়োজনীয়তা এবং স্থান নির্বাচনের জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

<u>খাদ্য শস্য পরীক্ষাঃ</u>

ক। খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে খাদ্য বিভাগের খাদ্য সামগ্রী পরীক্ষার পাশাপাশি নির্ধারিত ফিসের বিনিময়ে সরকারী অন্যান্য সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও ইচ্ছুক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের খাদ্য দ্রব্যের মান যাচাই/পরীক্ষার কাজ করা হচ্ছে। বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরের পরীক্ষাগারে ধান, চাল, গম, ডাল, তৈল প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী ভৌত ও রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজ করা হচ্ছে। বিগত ৩(তিন) বছরে অত্র পরীক্ষাগারে মোট ৭৩০টি নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। খাদ্য সামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রের ক্ষেত্রে খাদ্য অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

খ। সরকার বিগত ৩(তিন) বছরে বিদেশ হতে বিপুল পরিমাণ চাল ও গম আমদানী করেছে। খাদ্য অধিদপ্তরের পরীক্ষাগারে আমদানীকৃত সকল চাল ও গমের গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়েছে। ফলে মান সম্মত চাল ও গম আমদানী ও মজুদ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

গ। সরকার কর্তৃক অভ্যন্তরীন সংগ্রহের আওতায় সংগৃহীত খাদ্য শস্যের মান নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে সঠিকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। ফলে মান সম্মত খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও বিলি বিতরণ সম্ভব হয়েছে।

ঘ। দেশের খাদ্য গুদামে মজুদ বিপুল খাদ্য শস্যের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে মালামাল পরিদর্শন এবং গুণগত মান পরীক্ষা করা হচ্ছে। এতে গুদামে মজুদ খাদ্য শস্যের গুণগত মান সঠিক পর্যায়ে রয়েছে এবং মানসম্মত খাদ্য শস্য বিলি বিতরণ করা হচ্ছে।

<u>খাদ্য শস্যের কীট নিয়ন্ত্রণঃ</u>

ক। খাদ্য গুদামে মজুদ খাদ্য শস্যে বিভিন্ন প্রকার পোকা/কীটের আক্রমনের সম্ভবনা থাকে। কীট নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণতঃ ২টি প্রন্থা অবলম্বন করা হয়। প্রথমতঃ পোকা যাতে না লাগে তার জন্য গুদামের স্বাস্থ্য বিধি এবং গুদাম জাত করণের নিয়মাবলী বিশেষভাবে মেনে চলা হয়। দ্বিতীয়তঃ খাদ্য শস্য কীটাক্রান্ত হলে বিভিন্ন ধরনের কীট নাশক দ্বারা তা দমন করা হয়। বর্তমানে খাদ্য গুদামে স্পর্শ বা ছোঁয়াচ কীটনাশক (Contact Insecticides) এবং বাষ্পস্নান কীটনাশক (Fumigants Insecticides) কীট নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহার করা হচেছ। কীট নিয়ন্ত্রণ কাজের জন্য হস্তচালিত স্প্রেয়ার, ডুভেন স্প্রেয়ার, গ্যাস প্রুফশীট প্রভৃতি যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচেছ।

খ। সারাদেশের খাদ্য গুদাম সমূহে রক্ষিত খাদ্য শস্যের কীট নিয়ন্ত্রনের জন্য খাদ্য বিভাগ কর্তৃক সুদক্ষ কারিগরী কর্মকর্তা নিয়োজিত আছে। গুদামে সংরক্ষিত বিপুল খাদ্যশস্য কীটাক্রান্তের হাত হতে রক্ষার জন্য মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে খাদ্য গুদামের খাদ্য শস্য পরীক্ষা কার্য চালান হয়। পরীক্ষাকালে খাদ্যশস্য কীট আক্রান্ত হলে কারিগরী কর্মকর্তার রিপোর্টের ভিত্তিতে তাৎক্ষনিকভাবে কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। এই সকল কীটনাশক সরকারের সকল বিধিবিধান প্রতিপালনপূর্বক খাদ্য শস্যের মজুদের ভিত্তিতে কীটনাশক সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে খাদ্যশস্যের নিবিড় পর্যবেক্ষণের ফলে সংরক্ষিত খাদ্যশস্য কীট মুক্ত আছে। বর্তমান সরকারের গত ৩-বছরে

খাদ্যশস্যের কীট নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি ও কীটনাশকে ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল ।

১। ২০০ পিস গ্যাস প্রুফশীট;

২। ২০০ টি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র;

৩। ১০০০০ কেজি এলুমিনিয়াম ফসফাইট ট্যাবলেট কীটনাশক;

৪। ১০০০০ লিটার পিরিমিফস মিথাইল তরল কীটনাশক।

গ। সময়মত কীটনাশক ঔষধ ও আদ্রতা মাপক যন্ত্র ক্রয় করার ফলে বর্তমানে খাদ্য গুদামে রক্ষিত প্রায় ১৫.০০ লক্ষ মে. টন খাদ্য শস্য গুনগত মান সঠিক রাখা সম্ভব হয়েছে।

৩। জনবল নিয়োগ ও কর্মসংস্থান:

ক) সরকারী খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন যাবত অপুরণকৃত বিভিন্ন পদ পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৪, ২০০৬ ও ২০০৮ সনে লোক নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হলেও এগুলো বাস্তবে রূপ পায়নি। ২০০৯ সনে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পদগুলো পূরণের জন্য সর্বাত্বক উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং এর ফলস্বরূপ ২০১০ সনের ২২ জুন তারিখে নিম্নোক্ত জনবল নিয়োগ করা হয়েছেঃ

খাদ্য পরিদর্শক	- ৩৫০
উপখাদ্য পরিদর্শক	- ২০৯
সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক	- ৪১৯
উচ্চমান সহকারী	- ৫০
অডিটর	- ৩০
সহকারী অপারেটর	- ২০
সুপাইভাইজার	- ৪
সহকারী ফোরম্যান	- ২
মোট	**- ১০৮৪ জন**

খ) ইতোমধ্যে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর আরো ৩৪৫৯টি পদ পূরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ৪র্থ শ্রেণীর ৭ ক্যাটাগরীতে মোট ১৮৯৬ টি পদের জন্য ২৯/১২/২০১১ তারিখ নিয়োগ আদেশ জারী করা হয়েছে। শীঘ্রই নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা যায়।